৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা সাহিত্য

Delwar Dulal
35th BCS cadre
(GE)

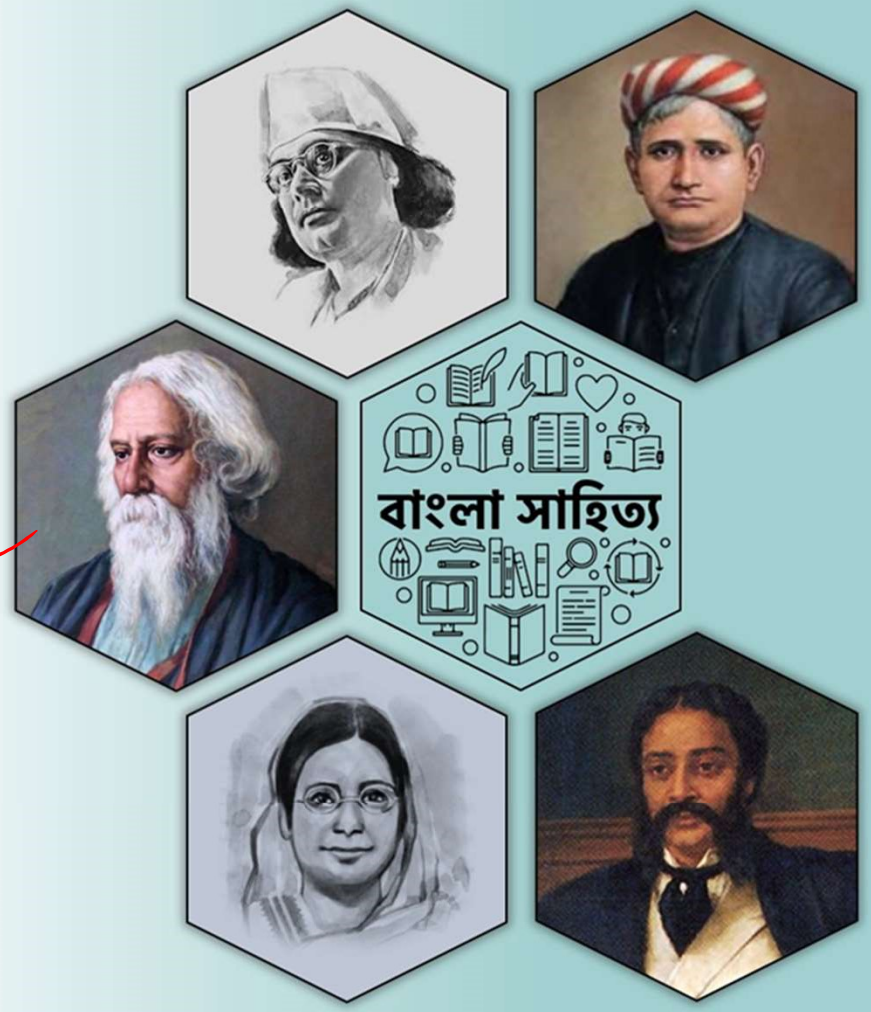

লেকচার: 04

Topic:
আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্ব

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

আধুনিক যুগ

- বাংলা সাহিত্যে আঠারশ সাল থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র গৌরব নিয়ে এ যুগের সূত্রপাত। ইংরেজ আগমনের ফলপ্রসূ প্রভাবের সঙ্গে এ যুগের সম্পর্ক জড়িত। ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা চিন্তায় , কাজে ও সৃষ্টিতে এক নতুনত্ব অনুভব করেন, তার নাম দেয়া হয় নবজাগৃতি বা রেঁনেসা। আর এই নব জাগৃতিই আধুনিক যুগকে সামাজিক -সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মধ্যযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।
- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক যুগ ধরা হলেও এই যুগের বিশেষ লক্ষণ পূর্ব থেকে কিছুটা পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। ১৭৬০ সালে পরলোকগত মধ্যযুগের শেষ কবি ' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' -এর 'অন্নদামঙ্গল ' কাব্য মানবিকতার সুরটি ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কবিগান, যাত্রা , পাঁচালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় অলৌকিকতা পরিহার করে অনেকাংশে বাস্তবধর্মী হয়ে দেখা দিয়েছিল।
- সাহিত্যেকে জীবনমুখী করার এই ইঙ্গিতময় মুহূর্তে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ও গৌরবময় যাত্রা। মানবিকতা, ব্যক্তিচেতনা, সমাজচেতনা, জাতীয়তাবোধ, রোমান্টিকতা, মৌলিকতা, যুক্তবুদ্ধি, নাগরিকতা প্রভৃতি আধুনিকতার বিশেষ কিছু লক্ষণ।

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

আধুনিক যুগ

- বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের পূর্বে গদ্যরীতির প্রচলন ছিলনা। গদ্যের লিখিত রূপ চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণবকড়চা ও বিদেশি খ্রিস্টান কতৃক লিখিত ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল।
- ১৫৫৫ সালে আসাম রাজা স্বর্গনারায়ণকে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এটি ১৯০১ সালে 'আসামবন্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গদ্যরীতির স্তরঃ

বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণ বাংলা গদ্যরীতির স্তরকে ৪ টি ভাগে ভাগ করেছেনঃ

1. প্রথম স্তর (সূচনা পর্ব) : ১৬০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত।
2. দ্বিতীয় স্তর (উন্মেষ পর্ব) : ১৮০০ থেকে ১৮৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত।
3. তৃতীয় স্তর (অভ্যুদয় পর্ব) : ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ।
4. চতুর্থ স্তর (পরিণতি পর্ব) : ১৮৬৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

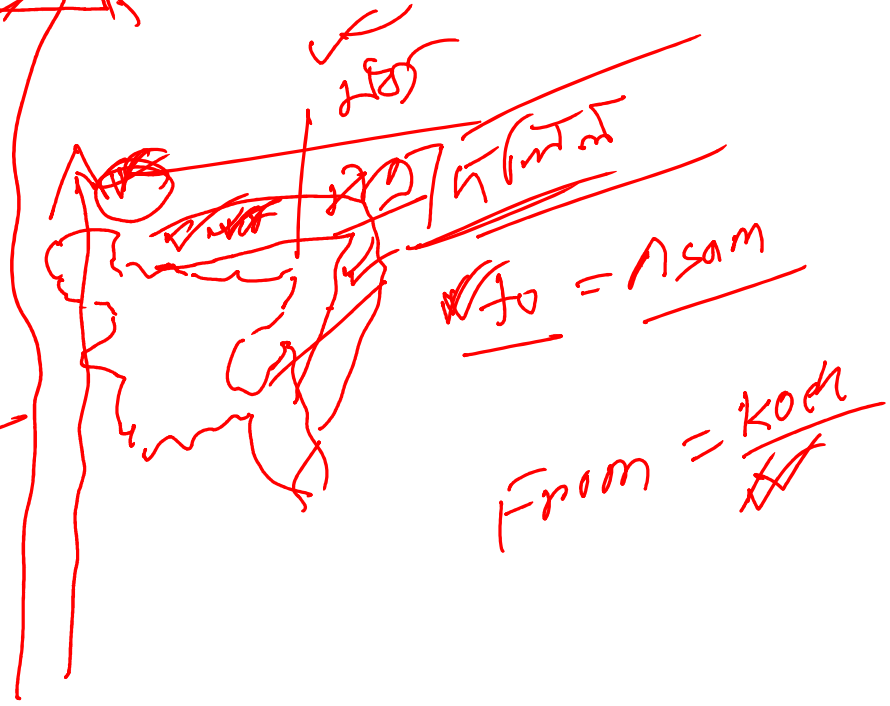

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

গদ্যঃ

গদ্য হলো মানুষের কথ্য ভাষার লেখ্যরূপ। এর বিপরীত হলো পদ্য বা কাব্য। গদ্যের প্রাথমিক ব্যবহার চিঠিপত্র লেখায়, দলিল-দস্তাবেজ প্রণয়নে এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনায়। বাংলা পদ্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে চর্যাপদ থেকে; কিন্তু গদ্যের ইতিহাস ততটা প্রাচীন নয়। গদ্যের চারিত্র্য নির্ভর করে শব্দের ব্যবহার এবং বাক্যে পদ (শব্দ) স্থাপনার ক্রমের ওপর। আধুনিক যুগে গদ্যের প্রধার দুটি ব্যবহার হলো কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধ। আঠারো শতকে বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ সূচীত হয়েছিল একটি সরল কাঠামো নিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাল্মীকির জয়-এর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন এই ভাবে :

"বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। 'বাল্মীকির জয়' কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।'

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে বাক্যের দৈর্ঘ্য সীমিত। সীমিত দৈর্ঘের বাক্য ধারণ করেছে এক-একটি সাধারণ বক্তব্য। বাক্যপ্রকরণের এই অবক্র চারিত্র্য আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ প্রমথ চৌধুরীর রচনাতেও অব্যাহত থেকেছে।

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

আদি বাংলা গদ্য

চিঠিপত্র লেখা এবং দলিল-দস্তাবেজ লেখার প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত। দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংস্কৃতি ও পার্সি - এই দুই ভাষার প্রভাবে পরিকীর্ণ। আদি সাহিত্যিক গদ্যে কথ্যভাষার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর রচনা রীতি বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি নিদর্শন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ গ্রন্থ থেকে নিম্নরূপ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। লক্ষ্যণীয় এই অংশে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার কথ্য ভাষা প্রতিফলিতঃ–

ফ্লান্দিয়া দেশে এক সিপাই বড় তেজোবন্ত আছিল। লড়াই করিতে করিতে বড় নাম তাহার হইল, এবং রাজায় তাহারে অনেক ধন দিলেন। ধন পাইয়া তাহার পিতামাতার ঘরে গেল। তাহার দেশে রাত্রে পৌঁছিল। তাহার এক বইন আছিল ; তাহার পন্থে লাগাল পাইল ; ভাইয়ে বইনরে চিনিল, তাহারে বইনে না চিনিল। তখন সে বইনেরে কহিল, "তুমি কী আমারে চিন?" "না, ঠাকুর" বইনে কহিল। সে কহিল,"আমি তোমার ভাই।" ভাইয়ের নাম শুনিয়া উনি বড় প্রীত হইল। ভাইয়ে ঘরের খবর লইল, জিজ্ঞাস করিল, "আমারদিগের পিতামাতা কেমন আছেন?" বইনে কহিল, "কুশল।" দুইজনে কথাবার্তা কহিল।

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

আদি বাংলা গদ্য ও বিকাশঃ

- ✓ ১৮ শতকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব শুরু হয়।
- ✓ উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় ।
- ✓ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্র দোম আন্তোনিও নামক একজন দেশীয় পাদ্রি রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ।
- ✓ রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত "বাঙলা পর্তুগিজ অভিধান' এবং "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থ দুটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
- ✓ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ।
- ✓ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও পর্তুগীজ ভাষায় একখানি বাংলা ব্যাকরণ এবং একখানি পুর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন । ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন থেকে প্রকাশিত ব্যাজরণ্টি প্রাচিন্তম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত ।

আধুনিক যুগের উন্মেষ ও বাংলা গদ্যের বিকাশ

আদি বাংলা গদ্য ও বিকাশঃ

- মানোএল দা আসসুম্পসাঁও- এর নামে প্রচলিত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ বইটির নাম Vocabolario em idioma Bengalla, e Potuguez dividido em dm duas partes . এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও শব্দকোষ। লিসবন থেকে প্রকাশিত পর্তুগিজ ভাষায় রচিত রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থটি প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত । এটি মূলত একটি অভিধান।
- বাংলা গদ্যের ধারাবাহিতক চর্চার পূর্বে কয়েকজন ইংরেজ ব্যক্তি বাংলা গদ্যের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।
- তার গ্রন্থটির নাম ছিল A Grammar of the Bengali Language । এটি বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ। গ্রন্থটির অংশবিশেষ বাংলায় চার্লস উইলকিন্সের হুগলীর মুদ্রণযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয় ।
- ব্রাসি হ্যালহেড সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন।

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]

(ক) প্রভু যিশুর বাণী

(খ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

(গ) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

(ঘ) মিশনারি জীবন

➲ বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়? [২৮তম বিসিএস]

(ক) নবম শতকে

(খ) ত্রয়োদশ শতকে

(গ) ষোড়শ শতকে

(ঘ) উনিশ শতকে

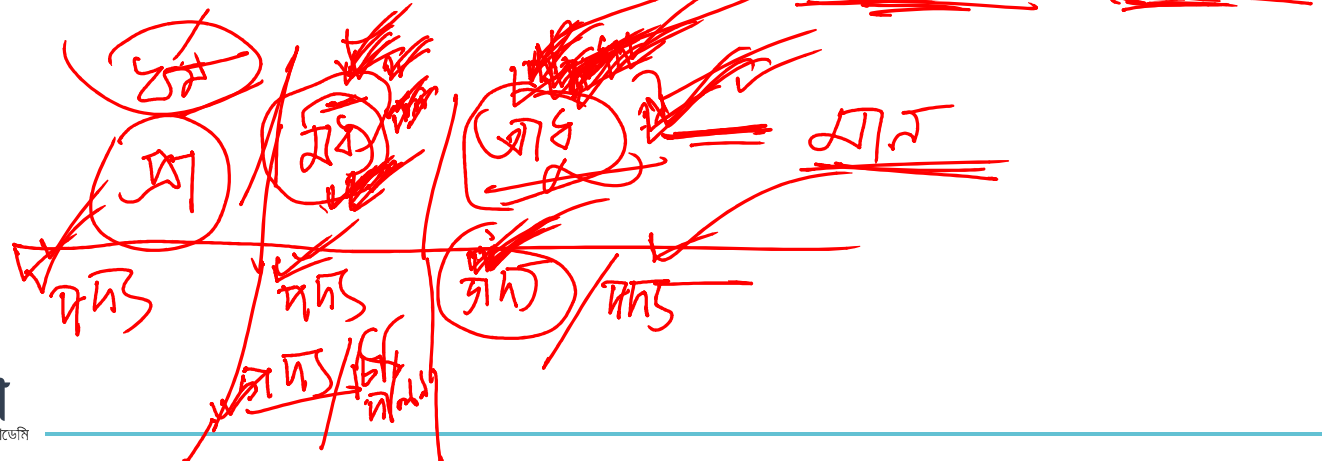

POLL QUESTION-01

➲ আধুনিকতার লক্ষণ কোনটি ?

(a) ইংরেজি শিক্ষা

(b) স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবোধ

(c) সহশিক্ষা

(d) দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম ছিল ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮০০ সালের ০৯ জুলাই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে এই কলেজ স্থাপিত হয়।
- এই প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, বাংলা, হিন্দি ও উর্দু বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ অধিকারিকদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা। এই প্রক্রিয়ায় বাংলা ও হিন্দির মতো ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।
- যেসকল প্রধান এশীয় ভাষা এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হত, সেগুলি হল আরবি, হিন্দুস্তানি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা। পরবর্তীকালে মারাঠি ও চীনা ভাষা শিক্ষা দেওয়াও শুরু হয়।
- কলেজের প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকেরা ছিলেন সেযুগের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। ফার্সি বিভাগের প্রধান ছিলেন সরকারি ফার্সি অনুবাদক নেইল বি. এডমন্ডস্টোন। তাঁর সহকারী শিক্ষক ছিলেন সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক জন এইচ. হ্যারিংটন ও সেনা কূটনীতিবিদ ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন। আরবি শিক্ষা দিতেন বিশিষ্ট আরবিবিদ লেফট্যানেন্ট জন বেইলি। হিন্দুস্তানি ভাষা বিভাগটির দায়িত্ব ছিল বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ জন বোর্থউইক গিলক্রিস্টের উপর। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ এইচ. টি. কোলব্রুক ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের প্রধান। দেশীয় ভাষা বিভাগের প্রধান ছিলেন বেসরকারি মিশনারি ও একাধিক ভারতীয় ভাষাবিদ উইলিয়াম কেরি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

অবস্থান

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবস্থান ছিল কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের এক কোণে। পরবর্তীকালে ভবনটি মেসার্স ম্যাকেঞ্জি লিয়ল অ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং এর নাম হয় দ্য এক্সচেঞ্জ। আরও পরবর্তীকালে এই ভবনে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কার্যালয় স্থাপিত হয়।

গ্রন্থাগার

শিক্ষাদানের প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এই গ্রন্থাগারে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পুথিপত্র এবং কলেজের নিজস্ব প্রকাশনার বইপত্র রাখা হয়। কলেজ ভেঙে দেওয়ার সময় এই বিরাট গ্রন্থসংগ্রহ নবগঠিত ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে (অধুনা ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) দান করা হয়।

সমস্যা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টর কখনই কলকাতায় ট্রেনিং কলেজ চালানো পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ এই ধরনের কলেজ চালানোর জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থান তাঁদের ছিল না। ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ইংল্যান্ডে তাঁর গণনির্দেশনার শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ডানা ছেঁটে দেন। এরপর ১৮৫৪ সালে ডালহৌসি প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে এই কলেজ ভেঙে দেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ

উইলিয়াম কেরিঃ ১৮০১ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষাদান করেন। এই পর্বে তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান, একাধিক পাঠ্যপুস্তক, বাংলা বাইবেল এবং একাধিক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন। কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২) তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারঃ তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম হেড পণ্ডিত। তিনি একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম 'সচেতন শিল্পী' মনে করা হয়। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তিনি কলেজের প্রয়োজনে বাংলা লিখতে শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮) ও রাজাবলী (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)।

তারিণীচরণ মিত্রঃ তিনি ছিলেন ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি ও ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত। তিনি হিন্দুস্তানি ভাষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও বাংলায় অনেক গল্প অনুবাদ করেন। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) তাঁর অনূদিত গ্রন্থ।

রামরাম বসুঃ তাঁকে 'কেরী সাহেবের মুন্সি' বলা হয়। তিনি উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডকে প্রথম বাংলা বাইবেল প্রকাশনায় সহায়তা করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২) তাঁর রচিত গ্রন্থ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

গোলকনাথ শর্মাঃ

হিতোপদেশ (১৮০২) তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

হরপ্রসাদ রায়ঃ

পুরুষ পরীক্ষা(১৮০৫) তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

চণ্ডীচরণ মুনশীঃ

তোতা ইতিহাস(১৮০৫) তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ

১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত ছিলেন। এই কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় মনোনিবেশ করেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তিনি একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

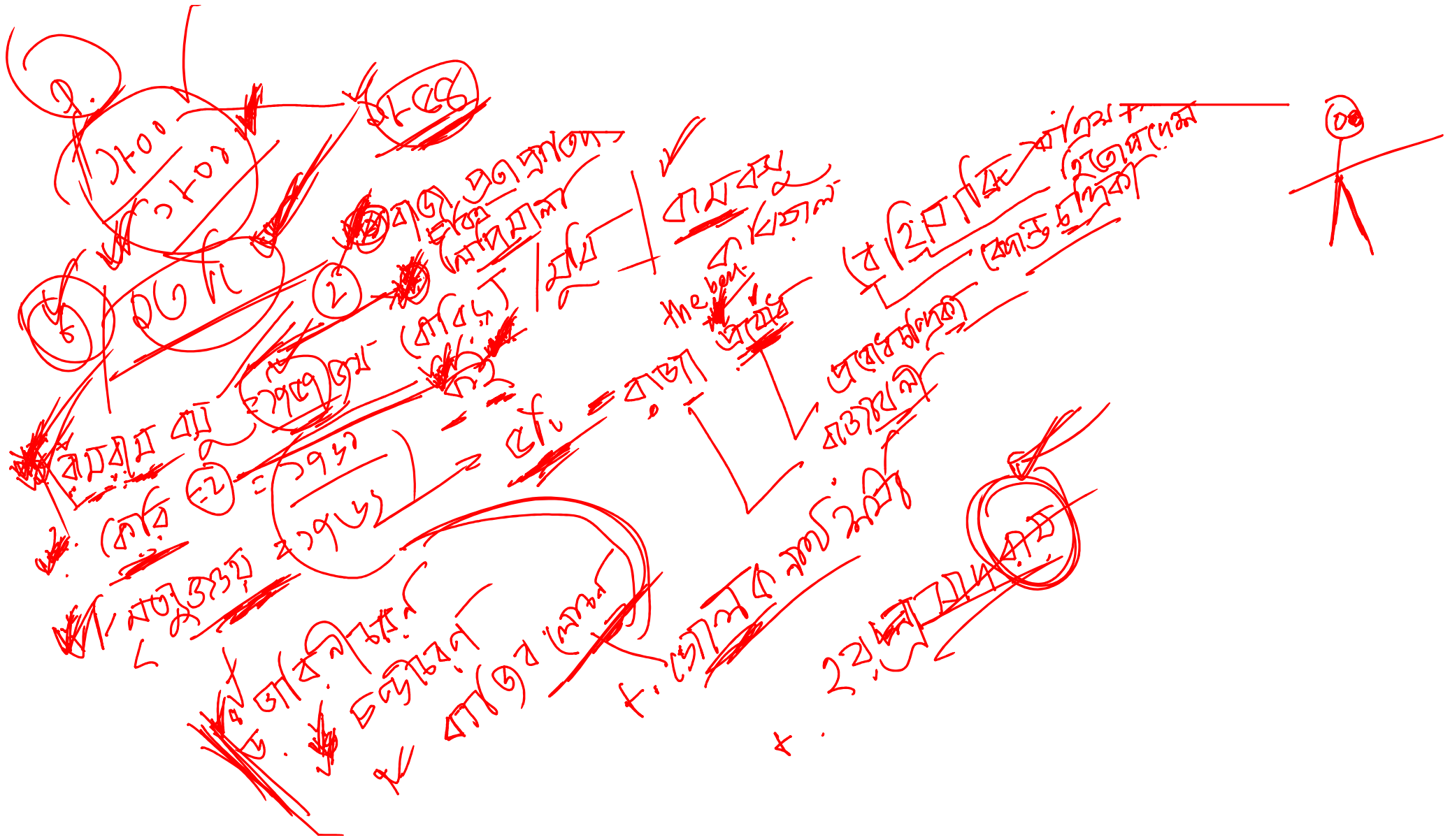

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) রামরাম বসু (গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

➲ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা– [৩৬তম বিসিএস]

(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) হরপ্রসাদ রায়

➲ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) লর্ড ওয়েলেসলি (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ঘ) রামরাম বসু

➲ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়- [২৬তম বিসিএস]

(ক) ১৮০০ সালে (খ) ১৮০১ সালে (গ) ১৮০২ সালে (ঘ) ১৮০৪ সালে

➲ 'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]

(ক) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (খ) রামরাম বসু

(গ) বিদ্যাসাগর (ঘ) রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা

- উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় (পর্তুগিজ ভাষায়) ১৪৯৮ সালে গোয়াতে।
- এরপর ১৭৭৭ সালে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা তৈরি হয়। এর ঠিক ২২ বছর পর ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ইতোমধ্যে কলকাতায় মুদ্রণ শুরু হলেও এর প্রসার হয়েছে অতিমন্থর গতিতে। শ্রীরামপুরে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে আছে ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটিরপ্রতিনিধিরূপে উইলিয়ম কেরীর ভারত আগমন ও ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা। খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে কেরী বাংলায় আসেন এবং বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।
- বাংলায় বাইবেল ছাপার জন্য তিনি প্রেস, কাগজ, কালি ও হরফ (পঞ্চাননের তৈরি) সংগ্রহ করেন। কিন্তু মুদ্রকের অভাবে তিনি ছাপা শুরু করতে পারেন নি। ১৭৯৯ সালে কেরীর সঙ্গে যোগ দিতে আরও মিশনারি আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুদ্রণ বিশারদ উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩)। মিশনবিরোধী ইংরেজ সরকারের বিতাড়ন এড়াতে মিশনারিরা দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। ১৮০০ সালের ১৩ জানুয়ারি কেরী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্চ মাসে ওয়ার্ডের নেতৃত্বে ছাপাখানার কাজ শুরু হয়।

শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা ছাপাখানা

- প্রতিষ্ঠিত হয় ১০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
- প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জন টমাস ও উইলিয়াম কেরি।
- শ্রীরামপুর প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড। তিনি ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন।
- বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 'Gospel of St Mathews' অংশের অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার' নামে মুদ্রিত হয়।
- ১৮০৯ সালে উইলিয়াম কেরির অনূদিত বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়।
- কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮০১) ও কাশিদাসী মহাভারত (১৮০২) মুদ্রণ করা হয় এ প্রেস থেকেই।
- চার্লস উইলকিন্সের (বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক) অনুনয়ে পঞ্চানন কর্মকার বাংলা মুদ্রণযন্ত্র তৈরি করেন।
- ১৮১৮ সালে এই মিশন থেকে দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

POLL QUESTION-02

➲ ফোর্ট উইলিয়াম যুগে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন কে ?

(a) উইলিয়াম কেরি

(b) রামরাম বসু

(c) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(d) হরপ্রসাদ রায়

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

হিন্দু কলেজঃ

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার "হিন্দু কলেজ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

রাজা রামমোহন রায়ের উৎসাহে এবং ডেভিড হেয়ার , রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার এডওয়ার্ড হাইড প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের যথার্থ সুযোগ লাভ করে ।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক এবং "ইয়ংবেঙ্গল" আন্দোলনের প্রবক্তা।

ডিরোজিও এর শিক্ষা ছিল 'আস্তিকতা হোক , নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও বিচার" ।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

ইয়ংবেঙ্গলঃ

ইয়ং বেঙ্গল হল হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে সমসাময়িক কলকাতা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক বুদ্ধিবাদী একটি অভিধা বিশেষ। এঁরা সবাই হিন্দু কলেজ এর মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র অনুসারী ছিলেন। হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-র কর্মকাল ছিল ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩১ সাল।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদেরকে জীবন ও সমাজ-প্রক্রিয়ার প্রতি যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন কি করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠে ও বিকশিত হয় এবং কী করে মানুষ মৃত ও সেকেলে ধ্যান-ধারণা ও সমাজ-সংগঠনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ছাত্রদেরকে জ্ঞানানুরাগী হতে এবং যে কোনো অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে দীক্ষা দিয়েছিলেন ডিরোজিও।

পত্র ও পত্রিকা প্রকাশ

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা ১৮২৮ এবং ১৮৪৩ সালের মধ্যে বেশ কিছু সাময়িকী প্রকাশ করেন। এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল পার্থেনন, হেস্‌পারাস, জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়েরার, হিন্দু পাইওনিয়ার, কুইল এবং বেঙ্গল স্পেক্টেটর।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা

ডিরোজিও-র প্রিয় ছিলেন হিন্দু কলেজের একদল বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র। এঁদের মধ্যে রয়েছেন -

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ।

এঁরা সবাই ছিলেন মুক্তচিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো এঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু প্রথা তথা ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে ইয়ং বেঙ্গল-এর সদস্যগণ মদ্যপানে আনন্দবোধ করতেন।

হিন্দুদের কুসংস্কার আর কতিপয় নিষ্ঠুর সামাজিক ও ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিগণ যে সকল যুক্তি ব্যবহার করতেন, ইয়ং বেঙ্গল-এর অনেক সদস্য সেসব যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এঁদের অনেকেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

** মাইকেল মধুসূদন দত্ত ডিরোজিও-র ভাবশিষ্য ছিলেন।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

সংগঠন

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

১৮২৮ সালে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রেরা 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এ অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান করত। অ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রচুর জনসমাগম হতো। মাঝেমধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট গুণীজনও উপস্থিত হতেন। ডিরোজিও-র ছাত্রেরা ভলতেয়ার, হিউম, লক, টমাস পেইন প্রমুখের রচনাবলি গভীর অভিনিবেশে অধ্যয়ন করতেন এবং বিতর্ককালে এঁদের রচনা প্রায়শ উদ্ধৃত করতেন।

সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ

১৮৩৮ সালে এঁদেরই স্থাপিত আরেকটি সংগঠনের নাম 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন এ সোসাইটি-র সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী ছিলেন এর সম্পাদক।

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর

➲ 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্রস্বরূপ কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) বঙ্গদূত (খ) জ্ঞানান্বেষণ (গ) জ্ঞানাঙ্কুর (ঘ) সংবাদ প্রভাকর

➲ ইয়ং বেঙ্গল কি? [২৮তম বিসিএস]

(ক) বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ (খ) ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক

(গ) একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম (ঘ) একটি সাময়িক পত্রের নাম

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি একটি সামাজিক সংগঠন।

- ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। সোসাইটির সেক্রেটারি আবদুল লতিফের কলকাতার ১৬ নং তালতলার বাসভবনে সোসাইটির সদর দপ্তর ছিল।
- মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ রহিমুদ্দীন এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা জাহান কাদের বাহাদুর ও মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার। কমিটির মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ বাহাদুর ও প্রিন্স মুহম্মদ জাহ আলী বাহাদুর এবং মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ হরমুজ শাহ ও প্রিন্স মুহম্মদ বখতিয়ার শাহ। বাংলার ছোটলাটকে সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ শতেরও বেশি মুসলমান সোসাইটির সাধারণ সদস্যভুক্ত ছিল। সোসাইটির মাসিক সভার কার্যক্রম উর্দু, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হতো।

উদ্দেশ্যঃ

মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদানে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি কলকতায় অবস্থানরত মুসলমান ছাত্রদের গঠিত একটি সাহিত্য সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, মাওলানা আকরাম খাঁ, মৌলবি আবদুল করিম, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ সহ আরো অনেকে।

বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যেই 'জাতীয় মঙ্গলে'র কবি ভোলার মোজাম্মেল হকের আহবানে ১৯১১ সনের ৪ মে কলকাতার ৯নং অ্যান্টনী বাগানে এই সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি তখন এতে একীভূত হয়।

- এই সমিতির পত্রিকা ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা। এই সমিতির অফিস ছিল কলকাতার ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে।

উদ্দেশ্যঃ

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টি সাধন, প্রাচীন মুসলমান বঙ্গ সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাময়িকপত্রের প্রচার, সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ইত্যাদি।

POLL QUESTION-03

➲ হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে কবে প্রেসিডেন্সি কলেজ করা হয় ?

(a) ১৮৫৩

(b) ১৮৫৪

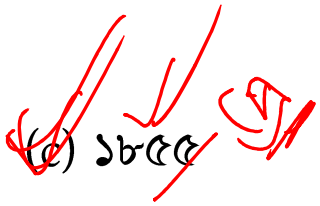

(c) ১৮৫৫

(d) ১৮৫৬

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এ.এফ.এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখের ওপর। এরাই ছিলেন প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য। নেপথ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর।

- মুসলিম সাহিত্য-সমাজের কার্যক্রম দশ বছর (১৯২৬-১৯৩৬) সক্রিয়ভাবে চালু ছিল।

প্রধান লেখকঃ

কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবুল হুসেন প্রমুখ।

অবদানঃ

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাতকারী।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে)।
- শিখার মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।
- প্রথম সংখ্যা আবুল হুসেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থ সংখ্যা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এবং পঞ্চম সংখ্যা আবুল ফজল সম্পাদনা করেন।
- শিখার প্রতিটি সংখ্যায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সাময়িক অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলনের বিবরণ এবং সাহিত্য-সভায় পঠিত রচনা প্রকাশিত হত।
- শিখার মুখবাণী ছিল -'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

লক্ষ্যঃ

মুসলিম সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও ধর্ম প্রভাবিত মুসলমান সমাজকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির পাটাতনের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে।

POLL QUESTION-04

➲ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রবীণতম সদস্য কে ছিলেন ?

(a) কাজী আনোয়ারুল করিম

(b) কাজী মোতাহার হোসেন

(c) কাজী আব্দুল ওদুদ

(d) কাজী ইমদাদুল হক

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিস্টাব্দে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]

(ক) ১৯২৬ (খ) ১৯১১ (গ) ১৮৬৪ (ঘ) ১৯০৫

➲ 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' -এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো? [১৬তম বিসিএস]

(ক) সওগাত (খ) মোহাম্মদী (গ) সমকাল (ঘ) শিখা

➲ 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন– [১৫তম বিসিএস]

(ক) কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ (খ) মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ

(গ) মোহম্মদ আকরাম খাঁ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ (ঘ) কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ

বাংলা একাডেমি

- বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-পরবর্তী কালের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে।
- তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন "বর্ধমান হাউজ"-এ এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির "বর্ধমান হাউজে" একটি "ভাষা আন্দোলন জাদুঘর" আছে। বর্তমানে এর অবস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

লক্ষ্য ও আদর্শ

দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কার্যক্রমঃ

গ্রন্থমেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজন করে থাকে।

বাংলা একাডেমি

ইতিহাস

বশীর আল-হেলালের মতে, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম করেন। ড. শহীদুল্লাহ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা সংক্রান্ত একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। এছাড়া দৈনিক আজাদ পত্রিকা বাংলা একাডেমি গঠনে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল পত্রিকাটি "বাংলা একাডেমি" প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক নির্দেশ দেন,

প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউজের বদলে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউজকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

অবশেষে ১৯৫৫ সালে ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার উদ্বোধন করেন "বাংলা একাডেমি"।

বাংলা একাডেমি

ইতিহাস

- ✓ বাংলা একাডেমির প্রথম সচিব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ। তার পদবি ছিল "স্পেশাল অফিসার"।
- ✓ ১৯৫৬ সালে একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
- ✓ বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ।
- ✓ বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত বই আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লায়লী-মজনু।
- ✓ স্বাধীনতার পর থেকে একাডেমি চত্বরে স্বল্প পরিসরে বইমেলা শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সাল থেকে বড়ো আকার ধারণ করে। ২০০৯-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে একাডেমির বর্ধমান হাউজ ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ভাষা আন্দোলন জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে।
- ✓ বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু হয় ১৯৬০ সাল থেকে।
- ✓ বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা মহাপরিচালক ড. নীলিমা ইব্রাহিম।

বাংলা একাডেমি

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলা একাডেমি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। একাডেমির কার্যনির্বাহী প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক।

- প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, যিনি ২ জুন ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
- বর্তমান মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন হাবীবুল্লাহ সিরাজী। তিনি ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে দায়িত্বগ্রহণ করেন।

আভ্যন্তরিণ কাঠামো

বাংলা একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৪টি বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগগুলো হচ্ছে:

1. গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
2. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
3. পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
4. প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

বাংলা একাডেমি

পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা "বাংলা একাডেমি পত্রিকা" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-র জানুয়ারি মাসে।

i. উত্তরাধিকার - সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এটি ১৯৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দশ বছর পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে চালু থাকলেও ১৯৮৩ সাল থেকে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয় এবং ধীরে ধীরে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তবে, ২০০৯ সালের জুলাই থেকে মাসিক হিসেবে এটি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে নব আঙ্গিকে।

ii. বাংলা একডেমি পত্রিকা - গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

iii. বাংলা একাডেমি বার্তা - বাংলা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র লেখা ২০০৯ সালের আগস্ট থেকে 'বাংলা একাডেমি বার্তা' নামে প্রকাশ করা হচ্ছে।

iv. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা - ষাণ্মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা। (বর্তমানে বিলুপ্ত)

v. ধানশালিকের দেশ - কিশোরদের জন্য প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

vi. The Bangla Academy Journal – ষাণ্মাসিক, গবেষণামূলক, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত।

বাংলা একাডেমি

পুরস্কার প্রদান

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ভাষার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার। এটি ছাড়াও বাংলা একাডেমি কয়েকটি পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এগুলো হল:

1. রবীন্দ্র পুরস্কার।
2. চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার: ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রবর্তক চিত্তরঞ্জন সাহার নামে একটি পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।
3. সরদার জয়েনউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার: অমর একুশে গ্রন্থমেলায় স্টল ও অঙ্গসজ্জার জন্য দেয়া হয় 'সরদার জয়েনউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার'।
4. পলান সরকার স্মৃতি পুরস্কার: - অমর একুশে গ্রন্থমেলায় সর্বাধিক গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সেরা ক্রেতাকে দেয়া হয় 'পলান সরকার পুরস্কার'।
5. মোহাম্মদ নুরুল হক গ্রন্থ–সুহৃদ পুরস্কার

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৬০ সালে প্রবর্তন করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি

প্রকাশিত অভিধানসমূহ

প্রকাশিত অভিধান	সম্পাদক
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	ড আহমদ শরীফ
বাংলা একাডেমি ইংরেজি বাংলা অভিধান	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
প্রমিত বাংলা অভিধান	জামিল চৌধুরী
ঐতিহাসিক অভিধান	মনজুরুল রহমান
সমকালীন বাংলা অভিধান	আবু ইসহাক

POLL QUESTION-05

➲ ‘বাংলা একাডেমী’ বানানকে ‘বাংলা একাডেমি’ করা হয় কত সালে ?

(a) ২০১৩

(b) ২০১১

(c) ২০১৫

(d) ২০১৪

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [২৯তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫৫ খ্রি. (খ) ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ (গ) ১৯৫২ খ্রি. (ঘ) ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

➲ বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল? [২২তম বিসিএস]

(ক) বর্ধমান হাউস (খ) বাংলা ভবন (গ) আহসান মঞ্জিল (ঘ) চামেলি হাইজ

➲ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম– [১৫তম বিসিএস]

(ক) সুন্দরম (খ) লোকায়ত (গ) উত্তরাধিকার (ঘ) কিছুধ্বনি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (ইংরেজি: Asiatic Society of Bangladesh) বাংলাদেশের একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

ইতিহাস

- এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস দি এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।
- এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।
- পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫২ সালে)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এর পুনঃনামকরণ করা হয় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

অবদানঃ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাপিডিয়া (১০ খণ্ড) নামে এনসাইক্লোপিডিয়া (জাতীয় জ্ঞানকোষ) বের হয়। সম্পাদক ছিলেন – অধ্যাপক ড সিরাজুল ইসলাম।

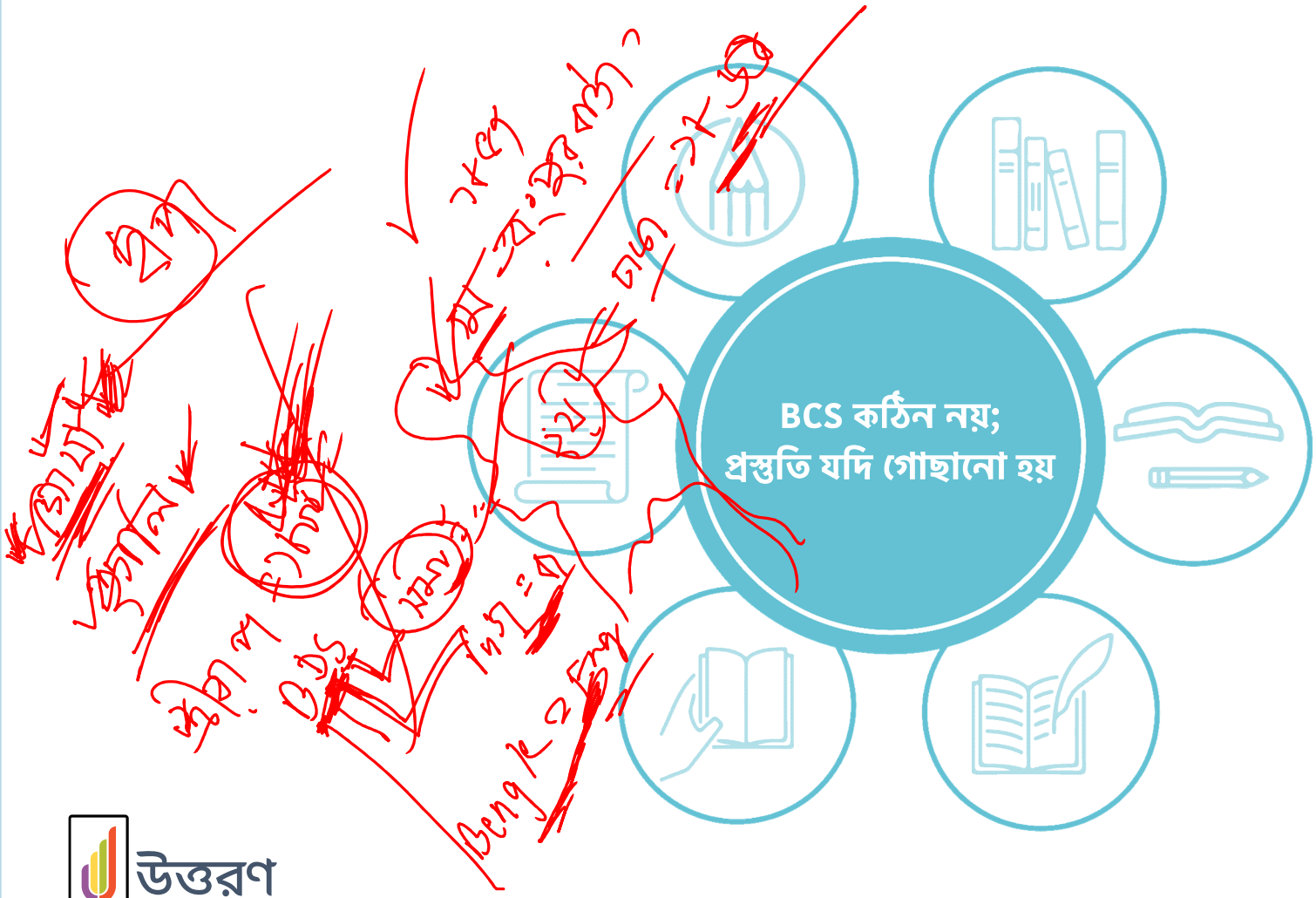
BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়